মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখল চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে ক্রয়কৃত জমির ফসল কর্তন, জমি দখলে বাঁধা প্রদান এবং হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে একই এলাকার কদর ও তার সহযোগী জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভূগী ইস্তাদুল হক।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ইস্তাদুল হক তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর কালেক্টরীর অধীন ১৯ নং দক্ষিণ শালিকা মৌজার অন্তর্গত আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক ও আরএস-৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমি আরএস- ৬৬০ খতিয়ানে এবং আরএস-৩০৭২ দাগে ২০ শতক আরএস- ৪৬০ নং খতিয়ানে জমির মালিক তাহাজ উদ্দিন সেখ। তাহাজ উদ্দিন সেখ মারা গেলে তার মেয়ে ছায়রা খাতুন, আমিরন নেছা ও ছেলে আক্তারুল ওয়ারিশ সূত্রে ওই জমির মালিক এবং দখলদার ছিলেন। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হলে তাদের অংশের জমি বিক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করেন। ওই জমি ক্রয় করতে ইস্তাদুল হক আগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নং রেজিষ্টি কবলা দলিল মূলে আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক জমির মধ্যে ১৬.৫০ শতক এবং আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক জমির মধ্যে ১৩.৫০ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মধ্যে ১০ শতক মোট-৪০ শতক জমি ইস্তাদুল হক ক্রয় করেন। জমি ক্রয়ের পর থেকে দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় ধরে ইস্তাদুল হক ওই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষ-আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে গম ও কলার আবাদও করেছেন ইস্তাদুল হক।

তবে দীর্ঘ বছর পর ক্রয়কৃত ওই জমি নিজেদের শরীক দাবি করে কদর আলী ও তার ভাড়াটিয়া জাইদুল এবং ছাকাত ওই জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জমি নিয়ে ইতিপূর্বে কদর আলী মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে ২০১৩ সালে একটি মামলা দায়ের করে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৮৩/২০১৩। ২০১৭ সালের ২২ আগষ্ট চূড়ান্ত শুনানীতে মামলাটি খারিজ করে দেয় আদালত।

মামলাটি খারিজের পর ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর কিটনাশক স্প্রে করে গম এবং গত ৬ জানুয়ারি জমির সমস্ত কলা গাছ কেটে তছরুপও করে। এছাড়াও বর্তমানে প্রকাশ্যে ইস্তাদুল হককে হত্যা এবং জমি দখল করার হুমকি দিচ্ছে তারা। বর্তমানে ইস্তাদুল হকের দায়ের করা একটি মামলা সহকারী জজ আদালতে চলমান রয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর দেং- ৩৩/২৬।

ইস্তাদুল হক বর্তমানে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন এবং তিনি প্রশাসনের নিকট সু-বিচার দাবি করেছেন।

শাকসু নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে শিবিরের বিক্ষোভ

শাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ এবং নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বাদ আছর শহরের গড় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে কোর্ট চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মিছিলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বলেন, অতীতে আওয়ামী লীগ সরকার এ ধরনের নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করা এবং দিনের ভোট রাতে করার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছিল।

বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমানে স্বৈরাচারী সরকারের মতো আচরণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের জনগণ মেনে নেবে না।

ওসমান হাদিকে পরিকল্পিত হত্যার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

দর্শনায় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে দর্শনার ছাত্র-জনতা ও স্বদেশপ্রেমী মানুষের আয়োজনে ‘দর্শনা মুক্তমঞ্চে’ জমায়েত হয়ে এই বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি মুক্তমঞ্চ থেকে শুরু হয়ে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মহাসড়কের চার রাস্তার মোড় (বক চত্বর) এলাকায় গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর জামায়াতের আমির সাইফুল ইসলাম অপু, কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধি রিফাত রহমান, তানজির রহমান অনিক ও আজারুল ইসলাম সোহান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন তানজির রহমান অনিক। সমাবেশে বক্তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার ও ফাঁসির দাবি জানান এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উপস্থিত সবার প্রতি আহ্বান জানান। আন্দোলনকারীরা এ সময় বিভিন্ন স্লোগান দেন, যেমন ‘দিল্লি না ঢাকা? ঢাকা ঢাকা’, ‘আমি কে তুমি কে? হাদি হাদি’, ‘এক হাদি লোকান্তরে, কোটি হাদি ঘরে ঘরে’।

মিছিলটি দর্শনা সীমান্তের অভিমুখে যাওয়ার চেষ্টা করলেও পরবর্তীতে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সমাবেশ শেষে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে নিহত হাদির রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের মুয়াজ্জিন ওসমান গনি। এছাড়া দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত

হয়েছে; এর মধ্যে পরানপুর রিফিউজি কলোনি মসজিদে দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মো. রবিউল ইসলাম।

শরীফ ওসমান হাদী হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাইযোদ্ধা শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার জুমার নামাজের পর চুয়াডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়।

এসময় বিক্ষোভকারীরা তুমি কে, আমি কে, হাদি হাদি; ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান; গোলামী না আজাদী, আজাদী আজাদী; হাদি ভাইয়ের কারণে, ভয় করি না মরণে; দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা; ভারতের আগ্রাসন ভেঙ্গে দাও গুড়িয়ে দাও; ইনকিলাব জিন্দাবাদ” ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য দেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সজিব, জেলা সেক্রেটারি তুষার ইমরান সরকার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, সদর উপজেলা সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দিন মভিন, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই চুয়াডাঙ্গা জেলার আহ্বায়ক মাহফুজ হোসেন, বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলার সভাপতি সাগর আহাম্মেদ, আপ বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গার সভাপতি স্বপন এবং চুয়াডাঙ্গা ল্র সন্তান এবং ডাকসু হল সংসদের পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসির আল মাস্তুর।

বক্তারা বলেন, শরিফ ওসমান হাদী হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে

হবে। অন্যথায় সারাদেশে গণআন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা আরও বলেন, ভারতীয় আধিপত্য কায়েমের নীলনকশার অংশ হিসেবেই শরীফ ওসমান হাদীকে হত্যা করা হয়েছে। খুনীদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার নিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন। কর্মসূচির আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গাবাসী ও ছাত্রজনতা।

বিক্ষোভ মিছিলের শেষে নিহত হাদির আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

ওসমান হাদির হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে জুলাই ঐক্য।

আজ শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর জেলা মডেল মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কলেজ মোড়ের জুলাই শহীদ স্মৃতি স্তম্ভের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

এসময় তারা ‘হাদি ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’ ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘আপোস না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম’ স্লোগান দেয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান,

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান বলেন, আমাদের শহীদ ভাইকে যারা হত্যা করেছে তারা ভারতে লুকিয়ে আছে। তাহলে কি আমরা এটা বুঝে নেব বাংলাদেশকে করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য, এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট করার জন্য ভারত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের ওপর এই খুন-গুম চালিয়েছে ও চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমাদের প্রশাসন আমাদের দৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখছে তাদের বিনা মামলায় গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথচ যারা পরিকল্পিতভাবে মেহেরপুরকে অস্থিতিশীল করতে চাচ্ছে তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই ভারতের হেজিমনির বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছি। আমরা বলেছি, বাংলাদেশে ভারতের আর কোনো স্ট্যাবলিশমেন্ট থাকতে পারবে না। বাংলাদেশে তারা এই মুজিব ও হাসিনাকে রেখে গিয়েছিল মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য। সেরকম কোনো প্রসেস বাংলাদেশে থাকতে দেওয়া হবে না।

প্রথম থেকেই তারা আমাদের ওপর বিভিন্ন আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে। সর্বশেষ আমাদের সহযোদ্ধা ওসমান হাদিকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, গুলি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনি বাংলাদেশ থেকে ভারতে পালিয়ে গেছে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর ২০২৫) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকার পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় শরীফ ওসমান হাদিকে মোটরসাইকেল আরোহী দুর্বৃত্তরা গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় এবং সেখানে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক পৌনে

১০টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আলমডাঙ্গায় জমি নিয়ে হয়রানির, প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া জমি নিয়ে হয়রানির শিকার একটি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল বুধবার বিকেলে ওই পরিবারের পক্ষে সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের নিকট উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ সম্মেলন করেন।

আলমডাঙ্গার কাচারি বাজারের মৃত চেরাগ আলীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমার নানার সম্পত্তি ৭১ নং কামালপুর মৌজার আরএস ৪১ নং খতিয়ানের ৭৬৩ নং দাগে ৩৭ শতক জমি আমার মা আয়েশা খাতুনের নামে রেজিস্ট্রী করে দেন। আমার মা মারা যাবার পর ওয়ারিশ সূত্রে ওই সম্পত্তি আমাদের ৪ ভাইয়ের নামে রেকর্ড হয়। বর্তমানে এই সম্পত্তি ভোগ দখল করে আসছি।

উক্ত দখলীয় সম্পত্তি কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের স্ত্রী সাস্তরী খাতুন তার নিজের জমি দাবী করে ২০০৩ সাল থেকে নিম্ন এং উচ্চ আদালতে বেশ কয়েকবার মামলা দায়ের করেন। আদালতে সাস্তরী খাতুন দলিল, রেকর্ড বা কোনো বৈধ কাগজ না দেখাতে পারায় সব মামলায় আমাদের পক্ষে রায় হয়।

সাস্তরী খাতুন আমাদের হয়রানি করার জন্য সম্প্রতি আবারও আদালতে মামলা দায়ের করেন। মিথ্যা তথ্যে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। তার উত্থাপিত অভিযোগ মিথ্যা দাবী করে সিরাজুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সাস্তরী খাতুনের একের পর এক হয়রানির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

আলমডাঙ্গা নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক জোটের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ জোটের উদ্যোগে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার উপজেলা চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ডিআই-এর ঘুষ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কর্মসূচি ঘোষণার পর জোটের সদস্য সচিব দেওয়ার হোসেন আজিজীর প্রতিষ্ঠানে ষড়যন্ত্রমূলক অডিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হাটবোয়ালিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি আসিফ জাহান, এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামীম, বিপ্লব হোসেন, আব্বাস উদ্দিন, কোরবান আলী, রফিকুল ইসলাম, আশরাফুল হক, আমিরুল ইসলাম, মহসিন আলী, আকলিমা খাতুন, আয়ুব আলী, আব্দুর রহমানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ।

দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের

কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলে পকেট কমিটি ও অছাত্রদের দিয়ে কমিটি গঠনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও কুশপুতুল দাহ করেছে কলেজ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শেষে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদল নেতাকর্মীরা কমিটি গঠনকারীদের কুশপুতুল দাহ করেন। তারা অভিযোগ করেন, নিয়মিত ছাত্রদের বাদ দিয়ে পকেট কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এ কমিটি বাতিল না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পকেট কমিটি দিয়ে ছাত্ররাজনীতি চলতে পারে না।
তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে নিয়মিত ছাত্রদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান।

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শোয়েব আক্তার, আসিফ হাসান, সাফায়েত জামাল পাপ্পু, নাফিজ ইকবাল খান, অমিন, ইমন, রুপন, উৎসব, আরমান, সিদাত, শিবলী, আনারুন, আফ্রিদি, তৌহিদ, রমজানসহ দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের অসংখ্য নেতাকর্মী।

ঝিনাইদহে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস পালন

‘নারীর জন্য রাজনীতি করি, সহিংসতা রোধে একসাথে লড়ি’ এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে বুধবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে দুর্বার নেটওয়ার্ক ও ওয়েলফেয়ার এফোর্টস। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ নানা শ্রেনীপেশার মানুষ অংশ নেয়। সেসময় দুর্বার নেটওয়ার্কের সদস্য শরিফা খাতুন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এন এম শাহজালাল, হাফিজুর রহমান, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বাবলু কুমার কুন্ডু, উই এর প্রজেক্ট অফিসার রশিদা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা নারীদের প্রতি সহিংসতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নির্যাতন বন্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সামাজিক সচেতনতা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংসতা প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।